িক ইনকিলাব
07 AUG 1988
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... 3

ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র
054

শিক্ষাঙ্গন

কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা ঃ কিছু কথা

চলতি সনের এসএসসি পরীক্ষার এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটা যে এক শুভ পদক্ষেপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য, বিগত ৩ মার্চ ও ১৬ মে তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে উক্ত পরীক্ষায় কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করা হয়। উক্ত পরীক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছে, যেসব ছাত্র-ছাত্রী ৫০০ বা ততোধিক নম্বর পেয়েও এক বিষয়ে ফেল করে, তাদের উদ্বৃত্ত নম্বর থেকে প্রতি ১ নম্বরের জন্য ৫ কেটে তাদের পাস করানো হোক। এতে কেবল ১ম ও দ্বিতীয় বিভাগের ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা লাভবান হবে, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

আমরা মনে করি, কেবল ৫০০ বা ৫০০শ'র অধিক নয়, যেসব ছাত্র-ছাত্রী ৩৩০ পেয়ে এক বিষয়ে সামান্য নম্বরের ব্যবধানে ফেল করে তাদেরও কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার সুযোগ দেয়া উচিত। কেননা, ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই রয়েছে তৃতীয় বিভাগে।

১ম ও ২য় বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে যারা ১৫/২০ কম পেয়ে এক বিষয়ে ফেল করে, তাদেরও ১ নম্বরের জন্য ৫ কেটে পাসের ব্যবস্থা করা উচিত। এতে, তাদের ডিভিশন নেমে গেলেও তারা ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে। কেননা, পরবর্তী বছরে তারা সব বিষয়ে নানা কারণে পরীক্ষা দিয়েও পাশ না-ও করতে পারে।

বর্তমান ব্যবস্থায় তৃতীয় বিভাগের এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পার্টমেণ্টাল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

৩য় বিভাগে যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নেই, এমন কথা বলা চলে না। বৃটিশ আমলে তৃতীয় বিভাগে এমনকি ঐ বিভাগে কম্পার্টমেণ্টাল পেয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর পরীক্ষাসমূহে কৃতিত্বের পরিচয় দিতো। ডিভিশন আসল কথা নয়, মেধা হচ্ছে আসল প্রশ্ন।

চলতি সনের এসএসসি পরীক্ষায় ২য় বিভাগে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে। ৩য় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম। বহু কেন্দ্রে এ বছর ১ম বিভাগে কোন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

সরকার, আগামীতে নকল রোধের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তবে, পরীক্ষকদের এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। তারা সচেষ্ট হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখলে আসল নকল বের করা তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না। তবে তারা তা করেন না। তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে তারা খাতা দেখে থাকেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধা যাচাই করা সম্ভব হয় না। এ হিসেবে তাদের দায়িত্বসচেতন হওয়া উচিত এবং যোগ্য পরীক্ষক বাছাই করে তাদের হাতে পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

—এম, ঘ্র, বশীর